ইষ্ট ইণ্ডিয়া
ফিল্ম কোম্পানীর
নূতন ছবি
কাজরী

কাজরী

—পরিচিতি—

পরিচালনা : **নীরেন লাহিড়ী** :: প্রযোজনা : **জি, সি, বোথ্‌রা**

কাহিনী ও চিত্রনাট্য :
নিতাই ভট্টাচার্য

সুরসৃষ্টি :
নীরেন লাহিড়ী, শৈলেশ রায়

গীত-রচনা : **প্রণব রায়**

তত্ত্বাবধান : **কুমুদরঞ্জন দাস**

আলোকচিত্র : যতীন দাস
শব্দধারণ : মধু শীল, শচীন চক্রবর্ত্তী
শিল্পনির্দ্দেশ : বটু সেন
সম্পাদনা : অর্দ্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়
রাসবিহারী সিংহ
নৃত্য পরিকল্পনা : অনাদিপ্রসাদ

দৃশ্য-সজ্জা : গোপী সেন
ব্যবস্থাপনা : প্রবোধ পাল
রূপসজ্জা : অক্ষয়, ইদু, রামচন্দ্র
স্থির-চিত্র : ষ্টীল ফটো সার্ভিস্
চিত্র-পরিস্ফুটনা : বেঙ্গল ফিল্ম
ল্যাবরেটরীজ লিঃ

সহকারী :

পরিচালনা : মানু সেন,
সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়,
রমেশ সেন
আলোকচিত্র : : হরেন বসু
শব্দধারণ : ইন্দু অধিকারী, অমর মিত্র
ব্যবস্থাপনা : বীরেন রায়, শোভা পাণ্ডে

সম্পাদনা : রবীন সেন
আলোক-সম্পাত : ষষ্ঠী দে, মদন সেন, নির্ম্মল বসাক, রমাপদ চৌধুরী, কেষ্ট দাস, দুখীরাম নস্কর

—চরিত্র—

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় • বীরেন চট্টোপাধ্যায় • মিহির ভট্টাচার্য
ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (এঃ) • সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায় • সুশীল রায়
নৃপতি চট্টোপাধ্যায় • সত্য সাধন • ননী মজুমদার
চৈতন বাগচী

●

সুচিত্রা সেন • জয়শ্রী সেন • লক্ষ্মী

একমাত্র পরিবেশক : **মতিমহল থিয়েটার্স লিমিটেড**
৬৮, কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭

কাহিনী

দেহাতীদের দেশ, নাম তিন পাহাড়

স্বাস্থ্যকর জায়গা বলে ললিতার বাবা কেশব রায় এখানে একখানি বাংলো কেনেন। কিন্তু ভোগ করা তাঁর বরাতে ঘটে ওঠেনি। পিতার বিপুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হচ্ছে ললিতা, তিনপাহাড়ে সম্পত্তি পরিদর্শন করতে এসেছে। সঙ্গে আছেন মিঃ সেন—ললিতার অভিভাবক, আর মিঃ সেনের প্রিয়পাত্র-প্রতুল যে বিবাহের যৌতুকস্বরূপ এক লক্ষ টাকা পাবার আশায় ললিতার পাণিপ্রার্থী। আর আছেন ললিতার সঙ্গী অরুণা এবং ভানুবাবু যিনি বাক্যরসে দলের সকলকে মাতিয়ে রাখেন সারাক্ষণ। তিনপাহাড়ে এসে ললিতাদের পরিচয় হয় একজনের সঙ্গে, নাম তার বীরুশিকারী। তিনপাহাড়ে থাকা কালে বীরুই করবে সকলের তদারক। কয়েকদিনের আলাপেই ললিতা হয়ে ওঠে বীরুর বিশেষ প্রিয়পাত্রী। সারাক্ষণ 'দিদিমণির' দেহরক্ষী হয়ে বীরু ঘুরে বেড়ায়। অদ্ভুত সব গল্প বলে।

মহাসমারোহে একদিন পিক্‌নিক্ হয়ে যায়। তারপর একদিন সব দল বেঁধে যায় শিকারে। অরণ্যসঙ্কুল গিরিপথ দিয়ে শিকারীর দল চলেছে... মিঃ সেন, প্রতুল, ললিতা, বীরু—আরো অনেকে প্রতুল প্রশ্ন করে—"ভয় করছে না তো ললিতা?"

ললিতা হেসে উত্তর দেয়—"মোটেই না।" ভয় কিন্তু ললিতাকে পেতেই হয়। হঠাৎ দিগন্তব্যাপী চীৎকারে আকাশ বাতাস কেঁপে ওঠে। দূরে বীরুর গলা শোনা যায়—সামাল, পাগলা হাতী! রাইফেল আনবার নাম করে প্রতুল পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। কোনদিকে যাবে ললিতা? এ বিপদ থেকে কি করে উদ্ধার পাবে সে? উত্তেজনায় ভুল পথ নেয় সে...সামনে মৃত্যুরূপী পাগলা হাতী। হঠাৎ শোনা যায় বন্দুকের গুলির তীব্র আওয়াজ...গুড়ুম গুড়ুম। মুহূর্ত্তে চোখ খুলে ললিতা দেখে পাগলা হাতীকে, গুলির অব্যর্থ আঘাতে সে হয়েছে ধরাশায়ী। ছুটে আসে বীরু ললিতার পাশে, দূরে বিলীয়মান ঘোড়সওয়ারের দিকে তাকিয়ে সেলাম ঠুকে বলে ওঠে—'ওস্তাদ!'

ললিতার ঔৎসুক্য বেড়ে যায়। "এই ওস্তাদটি কে?" সে প্রশ্ন করে বীরুকে। বীরু জানায়—"ভাল নাম দ্বীপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। দেহাতে সকলে বলে লালবাবু। কারুর সঙ্গে দেখাশোনা করেন না। গানবাজনা আর শিকার নিয়ে থাকেন। শুধু কাজরীর দিন সারারাত দেহাতীদের সঙ্গে নাচ গান করেন।"

কাজরী রাত। আমাদের ঝুলন পূর্ণিমা—দেহাতে তাকে বলে কাজরী। সারা গাঁ উৎসবে মেতে উঠেছে, দেহাতী মেয়েদের নাচগানে আকাশ বাতাস মুখরিত। হঠাৎ চতুর্দ্দিকে নৃত্যের হিল্লোল তুলে অপরূপ কণ্ঠে গান গাইতে গাইতে সেখানে আসে একটি মেয়ে। লালবাবু উঠে আসেন--জানতে চান—"কে তুমি?" মেয়েটি মুচকি হেসে বলে—"আয়না।" ভীড় সরিয়ে জোর করে টেনে নিয়ে যান লালবাবু মেয়েটিকে—জ্যোৎস্না-স্নাত নির্জ্জন এক পাহাড়ী অঞ্চলে। "মাথার ওপরে সাক্ষী চাঁদ, পায়ের নীচে পৃথিবী"...কথা দেয় মেয়েটি লালবাবুর বাড়ী যাবে সে...পরের দিন।

তারপর চলে পুরুষ এবং নারীর শাশ্বত বোঝাপড়ার পালা। লালবাবু দিতে চান আয়নাকে তাঁর জ্ঞান ভাণ্ডার উজাড় ক'রে। ক'রে তুলবেন আয়নাকে তাঁর গানের একমাত্র উত্তরাধিকারী। চলে গান শেখার পালা, সেই সঙ্গে গড়ে উঠতে থাকে মন দেয়া-নেয়ার শাশ্বত জীবন নাট্য! প্রমাদ গোনেন মিঃ সেন আর প্রতুল। ললিতা এখন আর ললিতা নেই···হয়েছে আয়না! বসে চক্রান্তের বৈঠক। মিঃ সেন কলকাতায় পাড়ি দেন, উৎকোচের লোভ দেখিয়ে লালবাবুর সমস্ত সম্পত্তির ভারপ্রাপ্ত উকীলের কাছ থেকে গোপনে 'লালকুঠি' কিনে নেন ললিতার নামে।

খবর পেয়ে ক্ষীপ্ত হয়ে লালবাবু ছুটে আসেন নতুন বাংলোতে। কে এই ললিতা দেবী...জালিয়াতি করে লালকুঠি কিনেছেন? জানতে পারেন সব। তাঁর আয়নাই ললিতা দেবী—আর্ত্তকণ্ঠে বলে ওঠেন—"এর কি প্রয়োজন ছিল আয়না?" মুখের ওপর নোটের তোড়া ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে আসেন লালবাবু। সেইদিনই ছেড়ে চলে যান তিন পাহাড়। ললিতা ডুকরে কেঁদে পড়ে শোফার ওপর

মিঃ সেন আর এক চক্রান্ত ফেঁদে বসেন। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে—লালকে খুঁজে বের করে প্রতিপন্ন করতে হবে তিনি ললিতার শুভানুধ্যায়ী। বুনো লালের প্রতি ললিতার মোহ চিরদিন থাকতেই পারে না! প্রস্তাব শুনে ললিতা বলে ওঠে—লালকে খুঁজে বের করবে সে নিজে..দেশে দেশান্তরে লালের গান গেয়ে। চলে সেই গানের মধ্যে লালকে খুঁজে পাওয়ার ডাক—"তুমি বিনা মোর জীবনে কেহ আর নাহি আপনার···।"

খুঁজে পেল কি আয়না তার লালকে? **কাজরী রাত, চির মিলনের না অনন্ত বিরহের!** কে তার জবাব দেবে?

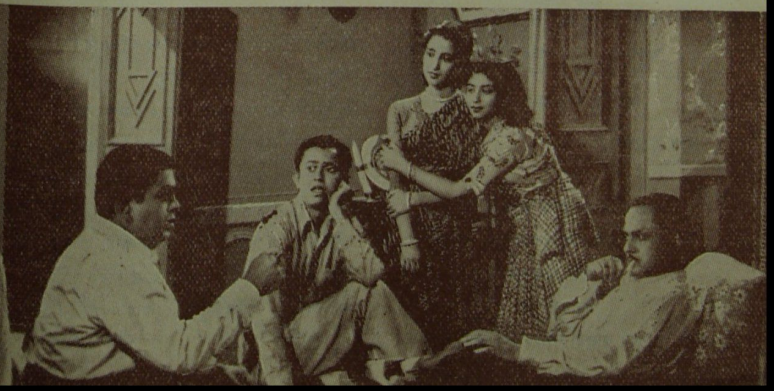

[১]

ধিরিতা তা না না ড্রাম্ তানা
গাইতে আজ কোন নাই মানা।
ছুটির দিনে তাই যা খুসী গেয়ে যাই
গানের নাই কোন ঠিকানা।
ফাগুন ঝলমল পবন চঞ্চল,
প্রাণের পেয়ালা যেন সুধায় টলমল।...
ছুটির বাঁশী বাজে মন টানা।
বাজায়ে করতাল তুফান মেলে যায়
পাহাড়িয়া দেশে গো শালের বিথীকায়
কোথা যে ছুটে যায় নাই জান।
যা যা বিদেশী বন্ধু তোরে আমি চাই না
যখন তোরে চাই আমি তখন তরে পাই না।

—সমবেত সঙ্গীত

[২]

মধু স্বপ্নে-ভরা একি রাত্রি এলো
পাখী ফুল কলিরে বলে নয়ন মেলো।
আজি চিত্ত মম
বন ময়ুর সম
কোন কাজরী নাচের যেন ছন্দ পেলো।
ওই রাতের তারা
দেয় কোন ইসারা,
সেকি নতুন চাঁদের কোন খবর দিলো

—ললিতার গান

[৩]

শাওন এলো ঘিরে
আয় তোরা আয় আয়,
কাজরী নাচের বাঁশী বাজে
হায় মরি হায় হায়।
তোমার বাঁশী ডাক দিয়েছে ঝুলন পূর্ণিমাতে
সেই সুরে হায় লাগলো দোলা প্রাণের ঝুলনাতে,
কত যুগের কাজরী রাতে ডাকলে বারে বার
বাঞ্ছিত মোর তাই চিরকাল আমার অভিসার।
ঝুলা ওই ঝুলে পুরবিয়া হাওয়ায়,
রুমঝুম্ রুমঝুম্ পায়েলিয়া বাজে হায় মরি হায়।
বাদল রাতে কাজলা মেঘে আধখানি চাঁদ ঢাকা,
এই তো সময় আপন করে প্রাণের কাছে ডাকা...
নতুন করে সাজাই আমার কাজরী গানের পালা
নতুন করে গাঁথবো আমার ফেলে আসা মালা।
পিয়া সনে হিয়া দোলে পিয়াল বনের ছায়
মন শুধু জানে আজি মন কি যে চায়।

—কাজরী গান

[৪]

হয় তো এ রাত ভোর হবে গো বিচ্ছেদেরি দেশে,
সকল বাঁশী সকল হাসি যেথা অশ্রুজলে মেশে।
এই জীবনে একটু পাওয়া
ক্ষণিক অনুরাগে,
তাই নিয়ে আজ গানের মেলা
রাত পোহাবার আগে।

—ললিতার কাজরী গান

[৫]

যদি এমন করে ডাকলে তোমার পূজার দেউলে
পূজা তোমার এই অবেলায় করবো বল
কোন ফুলে!
শূন্য আমার পূজার থালা হয়নি আজো ফুল তোলা,
শুধু প্রণাম খানি দিলাম তোমায় পুষ্প সম
নাও তুলে।
ওগো মোহন তোমার মোহন বেণু মর্ম্মে আমার
পৌঁছেছে
আমি সকল ভুলে তোমার কাছে ছুটে এলাম
তাই যেচে।
তব সিংহাসনের নীচে আমায় চরণ তলে
ঠাঁই দেবে
বুকের মাঝে সাত সাগরের ঢেউ ওঠে আজ
তাই দুলে।

—ললিতার গান

[৬]

তুমি বিনা মোর জীবনে কেহ আর নাহি আপনার
শুনে যাও শেষ কথা মোর এলো যদি লগন
যাবার।
এখনো যে আমার গানে লাগেনিকো সব কটি সুর,
এখনো যে আমার প্রাণে বসন্ত গন্ধ-বিধুর ..
আমি দিয়েছি যা তাই শেষ নয় আমার আরো
কিছু রয়েছে দেবার।
মোর গানের দিগন্তে তুমি প্রথম ঊষার আলো ;
প্রাণের দিগন্তে মম তাই বুঝি রাত পোহালো!
কবে তুমি সহসা এলে মনোবীণা ছুঁয়ে যে গেলে,
আজো বাজে সেই রাগিণী ফুরায় নি শেষ ঝঙ্কার।

—লালের গান

[৭]

শেষ হলো কি সেই খেলা শুধু দাও বলে
ছিন্ন মালার চিহ্নগুলি রইবে কি হায় ভোর হলে।
মালা যারে দিয়েছিলে তারে কেন দাও হেলা,
ঘর বেঁধে হায় ভেঙ্গে ফেলা বল গো
এ কোন খেলা।
ফুল ফোটাতে কেন আসে ফাগুন যদি যায় চলে।
সাক্ষী ছিলো পূর্ণিমা চাঁদ পায়ের নীচে ধরাতল,
প্রথম রাতের সেই যে শপথ বল বল
সেও কি ছল!
ভালবেসে এ জীবনে কেউ ফিরে পায় কেউ হারায়,
প্রেম সমাধির বেদীতে হায় স্মৃতি কেন দীপ
জ্বালায়...
কেন হিয়া আজো দোলে অতীত দিনের
ফুল দোলে।

—লালের গান

[৮]

ফুলের কাঁটা দেখলি না তুই দেখলি শুধু ফুল,
হায়রে প্রেমিক এ জীবনে এ কি রে তোর ভুল!
তোর ভালবাসার দুনিয়াতে এই চলা প্রথম,
যেন চোট্ লাগে না নতুন পথিক সামলে
ফেল্ কদম...
হায় প্রেমের নেশা যেন মিঠা জহর সমতুল!
তুই বারি বলে ভাবলি যারে মরু পিয়াসে,
হয়তো কাছে দেখবি গিয়ে মরীচিকা সে।
এ জীবনে ভালবাসা ভাল কে বলে, ..
হাসি দিয়ে সুরু যে তার শেষ চোখের জলে
অশ্রুজলের দরিয়াতে হারাস্ নে তুই কূল।

—ডালিয়ার গান

★
★ ★

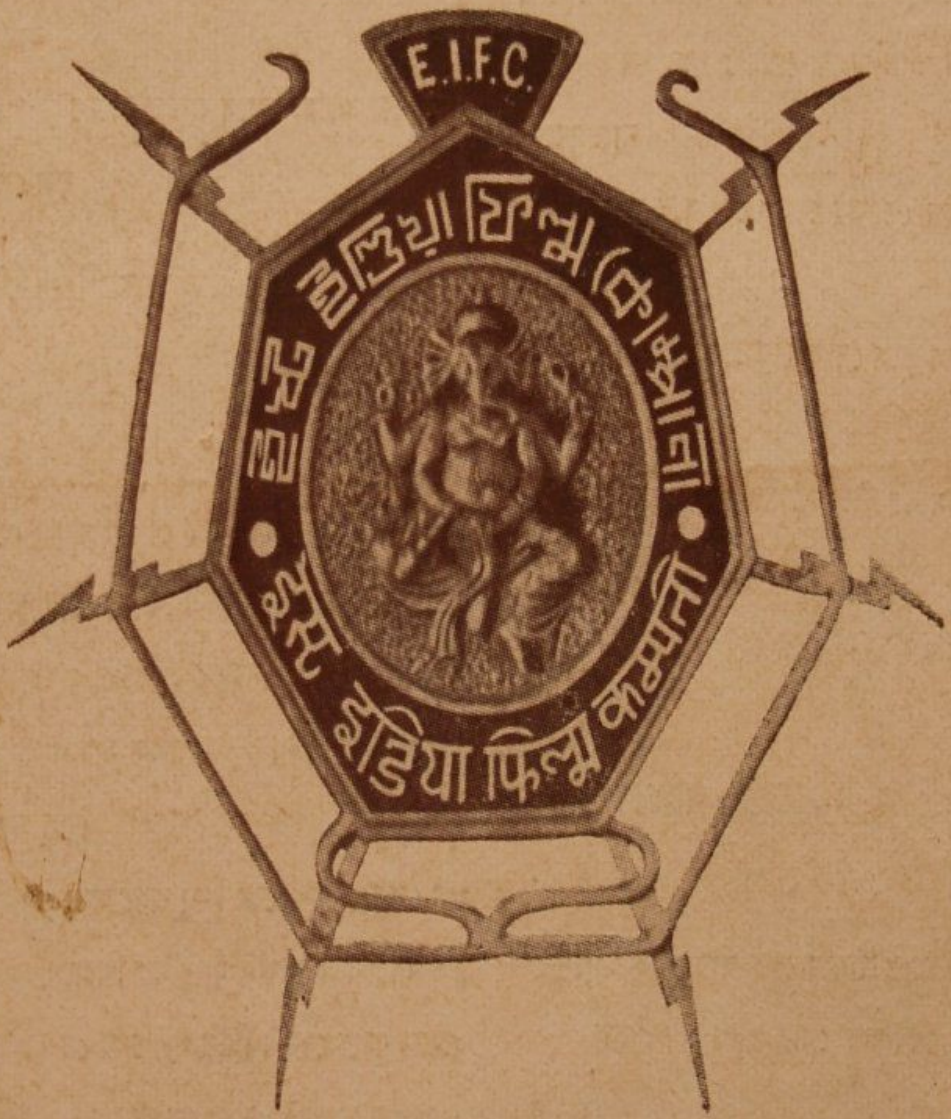

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর প্রচার বিভাগ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ, ১এ, টেগোর ক্যাশেল ষ্ট্রীট কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।